ঋতুবৈচিত্র্য

সম্পাদনা:

অনিরুদ্ধ ধর

লিইবার ফিয়েরা

উৎসর্গ

বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ঋতুপর্ণ ঘোষ। অনেকেই ভীষণ পছন্দ করেন, তাঁরা মনে করেন বাংলা সিনেমার বাণিজ্যের তিনি অন্যতম কাণ্ডারী। আবার অনেকে মনে করেন এর ঠিক বিপরীত। বাংলা সিনেমার অনেক ক্ষতি করে দিয়েছেন তিনি। এই গ্রন্থ এই দু'-ধরনের মানুষদের প্রতি উৎসর্গ করা হল...

শুভেচ্ছা

নব্বই দশকে ঝড়ের মতো প্রবেশ আর নতুন সহস্রাব্দের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় ধূমকেতুর মতো প্রস্থান। সিনেমা, টেলভিশন ও মিডিয়া জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করা একটা নাম ঋতুপর্ণ ঘোষ। শিক্ষিত, তীক্ষ্ণধী ও বুদ্ধিমান এক মিডিয়াম্যান।

'৯১-'৯২-তে আমাদের দেশ 'বাজার অর্থনীতি'তে প্রবেশ করে। হঠাৎ একটা ফ্লাডগেট খুলে যায়, তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসিকতায় একটা বিরাট পরিবর্তন হয়। খানিকটা সজ্ঞানে, বাকিটা অজ্ঞানে। সমাজের প্রতিটি স্তরে পণ্য মানসিকতা প্রবেশ করে। কখনও বিকট উল্লাসে আবার কখনও নিঃশব্দে চলা সরীসৃপের মতো। মিডিয়ার চেহারা বদলে যায়। সে পরিণত হয়, নোয়াম চমস্কির ভাষায়, 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট'-এ। পত্রিকার সম্পাদকের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে বিজ্ঞাপন বিভাগ। কয়েকশো কৃষকের আত্মহত্যার খবর ভিতরের পাতায় চলে যায়, প্রথম পাতা দখল করে চিত্রতারকার ছেলের বিয়ের খবর বা টানটান ক্রিকেট ম্যাচের উত্তেজনা। স্টার, সেলিব্রিটি ও ভিআইপি—এই তিনটে শব্দ বড়ই প্রিয় হয়ে ওঠে সমাজ জুড়ে। একদিকে বাজারের মায়াবী হাতছানি আর তারই সঙ্গে ঐতিহ্যের পিছুটান। ঐতিহ্যের অনেকটাই আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই রকম একটা প্রেক্ষিতে ঋতুপর্ণের উদয় এক ব্যাগ সৃষ্টিশীলতা নিয়ে, বাকিটা সময়ের অভিঘাত। সম্পাদক অনিরুদ্ধ ধর ভারি সুন্দর ভাবে ছয় ঋতুতে গ্রন্থনা করেছেন ঋতুপর্ণের সৃষ্টিশীলতা। আমার বিশ্বাস—এই সংকলনটি অচিরেই পাঠকদের মন জয় করবে। প্রকাশক এলএফ বুকস ইন্ডিয়ার জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

০২.৮.২০২০

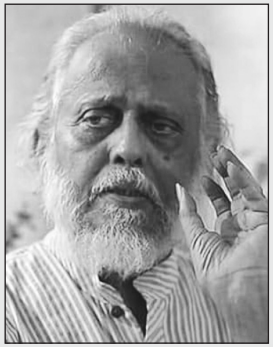

সম্পাদকীয়

যখন প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে এমন একটি বইয়ের পরিকল্পনা এবং সম্পাদনা করার প্রস্তাব দেওয়া হল, তখন এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি কাজটা খুব সহজ নয়।

আমি এবং আমার দুই সহকারী অভিষ্যন্দা লাহিড়ী দেব আর অংশুলা দাশগুপ্ত, প্রথমেই সবচেয়ে সহজ একটা রাস্তা বেছে নিলাম। স্থির করলাম ঋতুপর্ণকে নিয়ে একটা আরশিনগর তৈরি করব, যেখানে আয়নার প্রতিটা টুকরোয় প্রতিফলিত হবে নানান মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি হওয়া ঋতুর নানা প্রতিবিম্ব, ইমেজ। এতে হয়তো একটা মানুষকে ধরা যেতে পারে।

এই রাস্তাটা সহজ এবং নিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন উঠল—এতে কি কোনো নির্দিষ্ট ফোকাস তৈরি হবে? ফোকাস না থাকলে কাজটা অর্থহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে বলেই আমাদের মনে হল। তাই স্থির হল আগে টুকরো ইমেজগুলো আসুক তারপর নির্মাণ করব একটি নির্দিষ্ট ফোকাস।

আমরা সবাইকে শুধু বলেছিলাম—আপনারা শুধু মনের কথা বলুন। শুধু প্রশংসায় ভরিয়ে দেবেন না, সমালোচনাও থাকুক। কারণ, আমরা প্রথম থেকেই বিশ্বাস করেছিলাম ঋতুপর্ণ ভালয়-মন্দয় দোষে-গুণে মেশানো মানুষ। ঋতু কোনও গ্রহান্তরের মানুষ নন।

ধীরে ধীরে লেখা আসতে শুরু করল।

প্রথম লেখা যাঁর কাছ থেকে এল তাঁর নাম প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই কাজটি যে করে দিলেন, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ঋতুপর্ণ ঘোষ নামের মানুষটির প্রতি তিনি কতটা শ্রদ্ধাশীল।

আমরা বেছে নিয়েছিলাম সেই সব মানুষদের, যাঁদের ঋতুপর্ণ নামের মানুষটি সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত মত আছে। তার মধ্যে যেমন রয়েছেন সাংবাদিক, তেমনই রয়েছেন চলচ্চিত্র সমালোচক, চলচ্চিত্র-অধ্যাপক, চলচ্চিত্রকার, ঋতুর ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীরাও। ঋতু দু'টি ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছেন চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজের বাইরে। আমরা ঋতুপর্ণর সম্পাদকীয় দফতরের দু'জন মানুষের কাছে বুঝতে চেয়েছি কেমন ছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের সম্পাদকীয় সত্ত্বা। চলচ্চিত্র জগতে আসার আগে ঋতু কাজ করতেন বিজ্ঞাপন সংস্থায়। সেখানে তাঁর জগৎ কেমন

ছিল সেটাও ধরার চেষ্টা আছে। এমনকী 'হীরের আংটি'-র আগে দূরদর্শনে 'বন্দেমাতরম' নামের একটি ছবি বানিয়েছিলেন তিনি, সেই ছবি নির্মাণের বৃত্তান্তও রয়েছে।

মহাভারত এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ঋতুর বিপুল আগ্রহ ছিল। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একবার একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ঋতুর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। যে চ্যানেলে সেটি সম্প্রচারিত হয়েছে তাঁরা সেটি আমাদের প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। মহাভারত এবং তা নিয়ে ঋতুর কৌতূহল এবং আগ্রহ নিয়ে একটি মূল্যবান লেখা দিয়েছেন শ্রী নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী।

কেউ কেউ কাজের ব্যস্ততায় লেখা দিতে পারেননি। তাঁরাও পাশে ছিলেন উৎসাহ দিতে। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রচ্ছদের ছবি দিয়েছেন সাত্যকি ঘোষ এবং নামাঙ্কন করেছেন হিরণ মিত্র। আমরা তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

একবার অনুরোধ করতেই মুখবন্ধ লেখার জন্য রাজি হয়েছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ। বইটি প্রকাশ করার জন্য রাজি হয়েছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দু'জনের উপস্থিতি এই বইটির সাফল্যের ক্ষেত্রে খুবই জরুরি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম কি আমরা কোনও নির্দিষ্ট ফোকাস তৈরি করতে? এর উত্তর পাঠক যাঁরা, তাঁরা স্থির করবেন। তবে আমাদের বিশ্বাস অনেকটাই করতে পেরেছি আমরা। বাকিটা পরের সংস্করণে যোগ করব। বইয়ের কাজ শেষ তো হয়নি! ঋতুপর্ণর 'চিত্রাঙ্গদা' ছবির শেষে ঋতু অভিনীত চরিত্র রুদ্রের কাছে একটি এসএমএস এসেছিল। রুদ্র এসএমএস-টা পড়ে শোনায়, 'Why a building is called a building even after its completion...?' এর উত্তরে অঞ্জন দত্ত অভিনীত শুভ বলেছিল, 'আসলে কোনও নির্মাণই কখনও সমাপ্ত হয় না। নিরন্তর নির্মাণকাণ্ড চলতেই থাকে।'

তাই, আমরা এই বইটির নির্মাণও বহমান রেখে দেব, যাতে ক্রমশ কাঙ্ক্ষিত ফোকাসে আমরা পৌঁছাতে পারি।

ভাল থাকবেন সবাই।

একত্রিশ / আট / কুড়িতেইশ

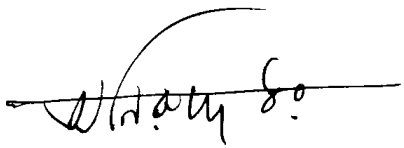

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

গ্রীষ্ম

ঐশ্বর্য রাই 'রেনকোট' যেন থিয়েটার অন সেলুলয়েড **১৭**
অনুপ গুহ সব বিষয়েই ঋতুর গভীর নলেজ ছিল **২২**
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ওর এইভাবে চলে যাওয়াটা ভারি অন্যায্য হল **২৫**
সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় অ্যাড জগতের ডিসিপ্লিনই ঋতুকে ভাল ছবি বানাতে শিখিয়েছে **৩০**
সুদেষ্ণা বসু ঋতুপর্ণ ঘোষ যেন এক ধূমকেতু **৩৪**

বর্ষা

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে ঋতু আর নেই **৩৯**
অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য ঋতুপর্ণের কথা **৪৪**
ইন্দ্রনীল ঘোষ দাদার সঙ্গে কখনো কাজ নিয়ে সংঘাত হয়নি **৫৬**
সমদর্শী দত্ত ঋতুদা ভাল থেকো **৫৮**
সুমন্ত মুখোপাধ্যায় অসামান্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল ঋতুপর্ণ **৬৪**
অনিরুদ্ধ চাকলাদার ঋতুদার মেকআপের বাক্সটা এখনো রয়েছে সযত্নে **৬৭**
সাবর্ণী দাস ঋতুর একটু ওরিয়েন্টাল টেস্ট ছিল **৭১**
অর্ঘ্যকমল মিত্র ঋতু কাজে কখনোই ইন্টারফেয়ার করত না **৭৫**
শ্রীজাত অকালশ্রাবণ **৭৯**

শ র ৎ

সুব্রত সেন ঋতুপর্ণ এবং বাকিটা ব্যক্তিগত **৮৩**
বোধিসত্ত্ব মজুমদার ঋতুর সঙ্গে কাজের অন্যরকম মজা ছিল **৮৮**
সুদীপ্তা চক্রবর্তী অনুপম খের আমায় রিজেক্ট করেছিলেন **৯১**
টোটা রায়চৌধুরী বিহারী চরিত্র থেকে আমাকে বাতিল করা হয়েছিল **৯৮**
অনিরুদ্ধ ধর "অভিনয় করাটা জলভাত নয়" **১০৫**
ঋতুপর্ণ ঘোষ দুগ্গা **১১০**

হে ম ন্ত

শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসঙ্গ নায়িকা **১১৩**
অনুপ মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গে ঋতুর পছন্দের মিল ছিল **১১৮**
বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায় শেষ নাহি যে **১২৩**
অনিরুদ্ধ ধর প্রেম এবং সঙ্গী—গে কমিউনিটির ক্রাইসিস **১২৮**
অনিরুদ্ধ ধর পুরুষদের মহিলা দেখা আর মহিলাদের মহিলা দেখার মধ্যে ফারাক আছে **১৩১**
নির্মল ধর সুচারু পরিচালক কিন্তু আন্তর্জাতিক হতে পারলেন না **১৩৪**
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় জীবনে আরও অনেক দীর্ঘশ্বাস রয়েছে **১৪০**

সূচিপত্র

শী ত

অনিরুদ্ধ ধর এক সময় এফেমিনেট পুরুষদের বলা হত লেডিস, তার পরে বলা হত হোমো, আর আজ বলা হয় ঋতুপর্ণ **১৪৭**

মৈনাক বিশ্বাস চিত্রপটে আত্মকথন ঋতুপর্ণ ঘোষ **১৫১**

রাজা নারায়ণ দেব আই ডোন্ট নো হোয়াই **১৫৫**

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ইচ্ছাপূরণের জ্যামিতি: ঋতুপর্ণ ঘোষ **১৫৮**

ডা. দেবাশিস বসু কিছু করার আগেই ঋতুদা চলে গেল **১৬৩**

শিলাদিত্য সেন ঋতুপর্ণর একার লড়াই নিয়ে অতি অল্প দু'-একটি কথা **১৬৯**

ব স ন্ত

সঞ্জয় নাগ চিত্রাঙ্গদাটা অনেকটা হঠাৎ করে নিয়ে ফেলা একটা ডিসিশন **১৭৫**

অনন্যা চট্টোপাধ্যায় আবহমান ও ঋতুদা **১৮৩**

মুনমুন সেন ও ঋতুপর্ণ ঘোষ আমার ইউনিটে কোনও স্টার গেজিং-এর ব্যাপারই নেই **১৮৬**

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণ ঘোষ আমার রবীন্দ্রনাথ **১৯৬**

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী হা অভিমানিনী নারী **২০৭**

উজ্জ্বল চক্রবর্তী বিকেলের জানলা থেকে সকালের আয়না **২১১**

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী একটা ছবিও তুলে রাখা হয়নি **২১৫**

অ ন্য ঋ তু

বেতার গল্প-নাট্য স্ত্রীর পত্র **২২১**

অভিনয়ের গোড়ার কথা **২৩৭**

ঋতুর গান **২৪১-২৫৪**

সিনেমার রিভিউ **২৫৫-২৮৮**

গ্রীষ্ম

তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে